OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 398 - 409
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

অপরাধ, অপরাধী ও সমরেশ বসুর ‘বিবর’

ঊষসী সাহা
Email ID: sahaushasi2003@gmail.com
0009-0004-5699-9009

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Crime, Guilt, Criminal, Anger, Adjustment, Society, Hierarchy, Status, Psychology.

Abstract

আদাব নামক ছোটগল্পের হাত ধরে বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে সাহিত্য জগতে পদার্পণ সমরেশ বসুর। আদ্যন্ত মার্কসবাদী সমরেশ বসুর সৃষ্টির মধ্যে এক নতুন সুর, নতুন এক নতুন স্বাদের অবতারণা ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত বিবর উপন্যাস। ‘আগাগোড়া কাঁচা, কদর্য, অশ্লীলতার একটি প্রবাহ’ প্রভৃতি দায়ে দুষ্ট ‘’বিবর’ উপন্যাস সম্পর্কে কৌতূহল জাগতে বাধ্য। তবে কি ‘বিবর’ ষাটের দশকে ঔপন্যাসিকের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, মদ্যপান, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি নাকি জীবনের গূঢ়তর কোন ব্যঞ্জনা তার মধ্যে নিহিত।

এই উপন্যাসে জীবনবীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ আলাদা, ব্যতিক্রমী - এক অপরাধীর চোখ দিয়ে দেখা এবং অপরাধের চুলচেরা বিশ্লেষণ। শিক্ষিত মানুষদের তথাকথিত ভদ্রতা, পরিশীলিত রুচির আড়ালে সুপ্ত থাকে আদিম প্রবৃত্তির মরণ কামড়, বিকৃতি আর সংকীর্ণতা এবং তার চোরা স্রোত প্রতিনিয়ত সমাজ, জীবন ও সম্পর্কের মধ্যে বহমান। ফলত এর চূড়ান্ত পরিনাম বর্তমান সমাজ নামে শূন্যগর্ভ এক ধ্বংসস্তূপ।

শাশ্বত জীবন সত্যের সাধনা ঔপন্যাসিকের ব্রত। তাই সমরেশ বসু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং নগ্ন দৃষ্টিতে সমাজের এই শূন্যতা, দ্বিচারিতা, ও প্রদর্শনপ্রিয়তা প্রভৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে চান, যা কখনোই ভদ্র শ্রেনীর শিষ্টতার প্রলেপ মাখানো মনের আয়নায় প্রতিফলিত করা সম্ভব ছিল না। আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা এই উপন্যাস যেন নায়কের দুই বা ততোধিক সত্তার পারস্পরিক মোলাকাত। তার একটি সত্তা জীবন বিতৃষ্ণ, বড় নেতিবাচক তার কাছে জীবনের মানে, যার বশে সে নিজেকেও এই অবক্ষয়ের থেকে পৃথক করে নিতে পারে না। আর্টিস্ট হীরেন, রুবিদত্ত, তার অফিসের বস, তার পিতা জগদীন্দ্রবাবু, এমনকি নিজেকেও এই সমাজের অংশ হিসেবে নায়ক বারবার সমালোচনার মুখে দাঁড় করায়। তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে বিদ্ধ করে।জীবনের প্রতি হতাশা, বিতৃষ্ণার বাইরেও নায়কের আরেক সত্তা জীবন বিলাসী, ইতিবাচকতায় আস্থা রাখে। তাই সে নীতাকে কোথাও যেন ভালবাসতে চায়। কিন্তু নীতার প্রেমের একনিষ্ঠতার অভাব তার মধ্যে জন্ম দেয় ক্রোধ-ক্ষোভ-ঈর্ষা। এরকম অবস্থানে দাঁড়িয়ে নায়কের নীতার প্রতি তীব্র অনাসক্তি তৈরি হয়, অথচ সে নীতার কাছে না এসে পারে না। এর কারণ নীতার প্রতি তার শারীরিক আকর্ষণ। নায়কের এই অপারগতা সম্পর্কে নীতা ওয়াকিবহাল - এটা উপলব্ধি করে নায়কের মনে যে অস্তিত্ব সংকট তৈরি হয়, তা ক্রোধ এবং ক্ষোভের অনুঘটনে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাকে হিংস্র করে তোলে। ফলত নায়ক প্রবৃত্তির পরাধীনতা থেকে বাঁচতে নীতাকে খুন করে বসে। লেখক অসম্ভব নৈপুণ্যের সঙ্গে এই উপন্যাসে পরিস্ফুটিত করেন - কীভাবে অবদমিত পাশবিকতার গর্ভে ক্রোধ, বিতৃষ্ণা, প্রতিহিংসার অনুঘটনে মুহূর্তের মধ্যে জন্ম নেয় অপরাধ। জন্ম হয় অপরাধীর। সমালোচকেরা যদিও নায়কের হাতে নীতার এই খুনকে ব্যক্তিক পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে নায়কের মূল্যবোধ সম্পন্ন ও সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার সূচনা হিসেবেই দেখতে চান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নায়কের অপরাধপ্রবণ মনটিকে উপেক্ষা করা যায় না।

নায়কের অপরাধী হয়ে ওঠার পূর্ব সূত্র লুকিয়ে ছিল - তার বেড়ে ওঠায়, তার পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে, এমনকি তার দৈনন্দিন জীবনযাপনেও। সেই সূত্রগুলিকে খুঁজে বের করা এবং নায়কের অপরাধী হয়ে ওঠার পুরো যাত্রাটিকে মনোবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

Discussion

'আদাব' নামক ছোটগল্পের হাত ধরে বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে সাহিত্য জগতে পদার্পণ সমরেশ বসুর। যদিও ঔপন্যাসিক হিসেবে তার যাত্রা শুরু পঞ্চাশের দশকে, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ'। 'নয়নপুরের মাটি', 'উত্তরঙ্গ', 'গঙ্গা', 'বি টি রোডের ধারে', 'জগদ্দল' প্রভৃতি একাধিক উপন্যাসে উঠে এলো সাধারণ মানুষ, তাদের জীবন সংগ্রাম তথা সমাজ, জীবন ও রাজনীতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। সমালোচক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন –

> "শিল্প শুধু শিল্পের জন্য (art for art's sake)-এ বোধ সমরেশের প্রথম থেকেই চরম অশ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়েছে। শিল্পের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকবে, তার নিজস্ব একটা বক্তব্য থাকবে, তা না হলে মূলছেঁড়া, আদর্শহীন শিল্প, উচ্ছৃঙ্খল, গন্তব্যহীন, দুর্নৈতিক ও দিকভ্রষ্ট হয়ে উঠবে।"[১]

আদ্যন্ত মার্কসবাদী সমরেশ বসুর সৃষ্টির মধ্যে, এক নতুন সুর, নতুন স্বাদের অবতারণা ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত বিবর উপন্যাস। উপরোক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দেখলে 'আগাগোড়া কাঁচা, কদর্য, অশ্লীলতার একটি প্রবাহ' প্রভৃতি দায়ে দুষ্ট বিবর উপন্যাস সম্পর্কে কৌতুহল জাগতে বাধ্য।

তবে কি বিবর উপন্যাস ষাটের দশকে ঔপন্যাসিকের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, মদ্যপান, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি, নাকি জীবনের গূঢ়তর কোন ব্যঞ্জনা তার মধ্যে নিহিত। বিবর উপন্যাসের নায়ক (অনামা) খুনি, মদ্যপ, লম্পট, চরিত্রহীন, ঘুষখোর - যার চোখ দিয়ে সমাজ, সমকালকে দেখতে দেখতে মনে হয় এ যেন অপরাধমনস্কতা বা মানসিক বিকৃতির খোলসে সমাজের দ্বিচারিতা, অন্তঃসারশূন্যতার বেআব্রু স্ফূরণ। মার্কসীয় বীক্ষায় বিশ্বাসী পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত –

> "আসলে বিবর আমাদের ঔপনিবেশিক, বিকৃত ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ - আর এ প্রতিবাদ সামগ্রিক, এ কারণে ব্যক্তিটি বিচ্ছিন্ন হলেও সমগ্র।"[২]

তবু উপন্যাসের বিশেষ শিল্প প্রকৌশলটিকে আলোচনার বাইরে রাখা যায় না। কেন না শিথিল অথচ সংহত প্লট, উত্তম পুরুষের প্রেক্ষণ বিন্দু প্রভৃতিই শুধু নয় - এই উপন্যাসে জীবন বীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ আলাদা, ব্যতিক্রমী - এক অপরাধীর চোখ দিয়ে দেখা এবং অপরাধের (নিজের ও সকলের) চুলচেরা বিশ্লেষণ। উপন্যাসের ভাব বস্তুর নিরিখে যদিও তা অপরিহার্য ও অনিবার্য ছিল। উপন্যাসের প্রথমেই দেখা যায় তথাকথিত প্রেমিকা নীতাকে খুন করে, তারই মৃতদেহের পাশে বসে নায়কের আত্মমগ্ন অনুসন্ধান - কেন এই হত্যা, কি তার প্রয়োজনীয়তা।

আসলে শিক্ষিত মানুষদের ক্ষেত্রে ভদ্রতা ও পরিমার্জনের ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে যায় আদিম প্রবৃত্তির মরণ কামড়, পঙ্কিল রুচি আর সংকীর্ণতা। অথচ এসবের চোরা স্রোত সমাজ, জীবন, সম্পর্কের মধ্যে বহমান। ফলত এর চূড়ান্ত পরিনাম 'বর্তমান সমাজ' নামক সামগ্রিকভাবে শূন্য বা শূন্যগর্ভ এক ধ্বংসস্তূপ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শাশ্বত জীবন সত্যের সাধনা ঔপন্যাসিকের ব্রত। তাই সমরেশ বসু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও নগ্ন দৃষ্টিতে সমাজের এই শূন্যতা, দ্বিচারিতা, প্রদর্শনপ্রিয়তা প্রভৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে চান, যা কখনোই ভদ্রশ্রেনীর শিষ্টতার প্রলেপ মাখানো মনের আয়নায় প্রতিফলিত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং অপরাধীর মোহমুক্ত, নিরাসক্ত বিশ্লেষণ তথা উপন্যাসের নায়কের এই বিশেষ চিন্তা প্রণালী উপন্যাসের নিয়তি হয়ে উঠেছিল।

কাহিনী অনুসারে নায়ক কর্তৃক নীতার হত্যা বা খুন একেবারেই situational crime, পূর্ব পরিকল্পিত নয়। তবু উপন্যাসের সূচনা হয় একটি কল্পচিত্রের (ফুটিয়ে ভাবলে যেন চিত্রকল্প বলা চলে) বর্ণনায়।

> "... কিংবা, আচ্ছা ব্যাপারটা কি এইরকম নাকি, যে এক তুখোড়, চতুর, একগুঁয়ে, জেদি আর অব্যর্থ শিকারি একটা বাঘকে মারবার জন্য... যেন একটা নধর পুষ্ট ছাগলকে গাছের তলায় বেঁধে রেখে দিয়েছিল। আর বাঘটা তার শিকারের ডাক শুনে গন্ধে গন্ধে পা টিপে টিপে এল, বন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে দেখল, দেখে খেলতে আরম্ভ করল... একটু খেলা (বা র‍্যাঁলা?) না হলে ঠিক শিকারের তৃপ্তি হয় না।"[৩]

এই বর্ণনা 'Transinional Reader Response Theory' এর সূত্র অক্ষরে অক্ষরে মেনে পাঠকের মনে যে 'impression' বা ছবি তৈরি করছে, তাতে নায়কের মনের নানান সুপ্ত স্তর যেন উন্মোচিত। প্রথমত এই ছবির মধ্যে যে ঠান্ডা হিংস্রতা রয়েছে তা যেন নায়কের কাছে আনন্দদায়ক। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে হাসি, মুখ ভেংচানো, খিস্তির মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ নায়কের মনের গভীরে এক ক্রূর, সতর্ক, নৃশংস সত্তা আছে, যার মধ্যে মানসিক বিকৃতিও পরিলক্ষিত হয় - বিশেষত আয়নায় নিজেই নিজেকে চোখ টেপার ঘটনায়।

নিজের এই অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গেই অনর্গল কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই নায়কের অপরাধী সত্তাকে ছাপিয়ে ওঠে তার সজাগ,স্বচ্ছ, নৈব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ। আয়নায় নগ্নতা উপভোগ প্রসঙ্গে নায়ক তুলে ধরেছেন - কীভাবে নারীর অজান্তেই এই সমাজে ভোগের সামগ্রী রূপে তার দর যাচাই হয় পুরুষের চোখে।

> "ডবল ডেকার বাসের ভিড়ে বা চৌরঙ্গীর সিনেমার লবিতে তুমি এক পলকে, একটি চোখে লাগা মেয়েকে মনে মনে নগ্ন করে, নিখুঁত করে দেখে নিতে পার ... অবলোকনের কী ঐশ্বিয্যি রক্তে ডেকে ডেকে তোলে, যার জন্য ব্লু ফিল্ম দেখতে যাও গোপনে, তোমাল তা দানা নেই।"[৪]

নীতা স্বৈরিণী কিনা এই হিসেব করতে বসে নায়ক ক্রমশ আবিষ্কার করে -

> "কে স্বেচ্ছাচারী নয়? আমার তো মনে হয় গোটা পৃথিবীটা বন্দী স্বেচ্ছাচারীতে ভারাক্রান্ত।"[৫]

কী গভীর জীবনদর্শন - প্রবৃত্তির নাগপাশে বন্দী মানুষ, অথচ প্রবৃত্তির বশেই স্বেচ্ছাচারী। ফলত নীতার পাশাপাশি রুবি দত্ত, হারান নিয়োগীর উপপত্নীর প্রসঙ্গও নায়কের মনে ভেসে ওঠে। রুবি দত্ত এক জাহাঁবাজ মহিলা, কলকাতার বহু কর্তাব্যক্তি-ই তার হাতের পুতুল। রুবি দত্তের এহেন কৃতিত্বের চাবিকাঠি গুলিও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয় উপন্যাসে -

> "দৈহিক পবিত্রতা বা সতীত্বের মত কোন বোকামি বা বুজরুকির আগল তার নেই ... রূপ যৌবন যথেষ্টই আছে, পেটে বিদ্যেও মন্দ নেই।"[৬]

শুধুমাত্র এই মূলধনের জন্য নয়, বরং বিশেষ প্রতিভাবলেই উপরোক্ত প্রতিপত্তি বা সাফল্য রুবিদত্তের করায়ত্ত হয়েছে -এ নিয়ে নায়কের পাশাপাশি পাঠকের মনেও কোন সন্দেহ থাকে না। তবে একে প্রতিভা না বলে সেক্স অ্যাটাচমেন্ট বলতেই আগ্রহী নায়ক। যে কারণে তিনি বড় নিপুণভাবে যৌনতা, শারীরিক চাহিদা, সম্পর্কের স্বরূপ, নৈতিক চরিত্রের অবনতি প্রভৃতিকে একসূত্রে বেঁধে দেন। থট রিডিং যন্ত্রের প্রসঙ্গে তথাকথিত আধুনিক সমাজে সম্পর্কের মধ্যে loyality বা আনুগত্যের রহস্যটিও স্পষ্ট হয়ে যায় –

> "কারুরই নিজেকে বিশ্বাস নেই, কেউই কারুর কাছে ধরা পড়তে চায় না। স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা ... সত্যি কি এরকম একটা যন্ত্রের দরকার আছে? যন্ত্রটা ছাড়াই কি সবাই সবাইকে চেনে না? ... চিনে আর জেনেও ... পরস্পরকে মেনে নেয়নি? যাকে বলে অ্যাডজাস্টমেন্ট ... পরস্পরের পাপের সঙ্গে একটা আঙ্কিক কাটাকুটি খেলে ইজুকালটু সমবাওতা করে চলছে না।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ নায়কের এই আত্মকথন যেন তার দুই বা ততোধিক সত্তার পারস্পরিক মোলাকাত। একটি সত্তা জীবনবিতৃষ্ণ, বড়ো নেতিবাচক তার কাছে জীবনের মানে, যার বশে সে নিজেকেও এই অবক্ষয়ের থেকে পৃথক করে নিতে পারে না। সে নিজেও নীতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, গাঁয়ের নবযৌবনা, ডাগর মেয়েটিকে দেখে প্রলুব্ধ হয়। সম্ভবত শারীরিক মিলনও ঘটে তাদের। সিনেমার স্টার হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপনের দ্বারা নায়ক বুঝিয়ে দিতে চান যে - মানুষ অপ্রিয় সত্যকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে সৌজন্য নামক প্রহসনের আবরণে নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চনার শিকার। নায়কের কথায় –

> "মানুষ স্বাধীনতাকে কী ভীষণ ভয় পায়। বিশেষ করে ভদ্রলোক হতে গেলে তো কথা-ই নেই। ... আমিই যখন আমার চাকরিস্থলে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে, ভদ্রলোক সেজে থাকি, তখন সব স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে হেসে কথা বলি, অন্তরের ভাষাটা যে কী কদর্য, নিজের কানে শোনা যায় না।"[৮]

নায়কের চিন্তাভাবনার এই সূত্রধরেই উপন্যাসে এসে পড়ে আর্টিস্ট বন্ধু হীরেনের প্রসঙ্গ - যে কিনা ইতির লম্বা ছাঁদের মুখ, বড় বড় চোখে শিল্পীর স্বভাবসুলভ ভাবমুগ্ধতা, কল্পনা, প্রশান্তির জেরে আবিষ্কার করেছিল 'একটি করুন নিষ্পাপ পবিত্রতা'; সেই হীরেনের সংসর্গে ইতি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অথচ নিজ ভাবমূর্তি সচেতন হীরেন সামাজিক সম্মান রক্ষার্থে ইতির গর্ভ নিষ্কাশনের সূত্রে যখন জানতে পারে ইতির পূর্ব গর্ভধারণের ইতিহাস, তখন তার মাথা ঘুরে যায়।

হীরেনের এমন মুক্তমনা, উদার, মহৎ শিল্পীমানসের আড়ালে, শুচিবায়ুগ্রস্ত তথাকথিত পৌরুষ বা male igo (যা আসলে সমাজের সযত্ন লালিত পুরুষতন্ত্রের ফসল)-এর স্বরূপটি যখন উদঘাটিত হয়, নায়ক যেন তাকে ব্যাঙ্গের ছলে ধিক্কার দেন –

> "তুই নিজে যে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অনেক ক্রিশ্চিয়ানার মধ্যে আগে দগদগে লাঞ্ছিত আত্মা আবিষ্কার করেছিস।"[৯]

নায়ক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন - আজও মহিলারা সমাজে পণ্যসম বিবেচিত হয় বলেই ফূর্তির সামগ্রী হিসেবে নারীর সতীত্ব নির্বাচন জরুরী নয় অথচ বিবাহে স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা একান্ত প্রয়োজনীয়।

জীবনের প্রতি এই হতাশা, বিস্বাদ এক যাপন, প্রভৃতির বাইরে নায়কের আরেক সত্তা জীবনবিলাসী ,ইতিবাচকায় আস্থা রাখে। তাই তাদের সম্পর্কের মধ্যে নীতার একনিষ্ঠতা, বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব তাকে যন্ত্রণা দেয়। সে নীতাকে ভালবাসতে চায়, নিজের করে পেতে চায়। অথচ তা হয়না বলেই সে ভিতরে ভিতরে রক্তাক্ত হয়, নিজেই নিজেকে বিদ্রুপ করে।

> "আগে আমার এইরকম ধারণা ছিল, নীতা আমার, একলা আমার, আমাদের প্রেম হয়েছে, পেরেম! প্রথম যেদিন ধারণাটা ভাঙল, আর জানলাম, আমি একা নই সেদিনে, ও বাবা! আমার কী রাগ! কী কষ্ট!"[১০]

এই ক্ষোভ নীতার প্রতি ঘৃণাতে পর্যবসিত হয়। প্রেম নাকি ঘৃণা - এক আশ্চর্য দোলাচল বা দ্বন্দ্বের শিকার হয় নায়ক।

> "ওর মুখটা দু-হাতে ধরে একটা চুমো খেতে ভীষণ ইচ্ছা করছিল, অথচ কী রকম ঘৃণায় আর রাগে, আর বোধ হয় ঈর্ষায় থুতু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল।"[১১]

নায়ক যতই সেক্স অ্যাটাচমেন্ট বা দৈহিক চাহিদার কথা বলে নীতার প্রতি টান অস্বীকার করতে চান, তবু নীতা যখন তার খালি পেট, লিভারের সমস্যা, মদের চাট ইত্যাদি যা কিছুই ভেবে রান্না করুক না কেন নায়কের যেন মনটা কেমন করে ওঠে। তারও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে নীতা ভালোবাসে –

> "...আমি বুঝতে পারি না এগুলো মেয়েদের সহজাত কথা কিনা, হয়তো ওর অন্যান্য বন্ধুদের এমনি করেই বলে... এরকম করে বললে বেশ ভালই লাগে।"[১২]

এরকম অবস্থানে দাঁড়িয়ে নায়কের নীতার প্রতি তীব্র অনাসক্তি তৈরি হয় অথচ সে নীতার কাছে না এসে পারে না। এর কারণ নীতার প্রতি তার শারীরিক আকর্ষণ। নায়কের এই অপারগতা সম্পর্কে নীতা ওয়াকিবহাল - এটা উপলব্ধি করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নায়কের মনের মধ্যে অস্তিত্ব সংকট তৈরি হয়, যা তার ক্ষোভ-ঘৃণাকে ক্রমশ ক্রোধে পরিণত করে। তাকে হিংস্র করে তোলে।

> "আমাকে এত বেশি চেনে ও, যেন আমি ওর একটা কুকুর, যেমন প্রভু তার কুকুরের দৃষ্টি, কান নাড়া,ল্যাজ নাড়া, সবগুলোরই মানে বুঝতে পারে। ... ও যদি কোমর বেঁকিয়ে, পা দেখিয়ে বলে, 'ও আমার এখানকার লোক' তাহলেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। আর সেই জন্যেই রাগে আর ঘৃণায়, ইচ্ছা করছিল ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে দিই।"[১৩]

তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল নীতার আলগা সৌজন্য, মিথ্যা আন্তরিকতা। ফলত বহুদিনের যে জমা বিতৃষ্ণা, বিরক্তি - তারই যেন বিস্ফোরণ নীতার এই খুন। নায়কের তীব্র আকাঙ্খার ফসল, প্রবৃত্তির পরাধীনতা থেকে মুক্তি।

> "তবুও কেনো একটা প্রশান্তি যেন জড়িয়ে ধরছে আমাকে।"[১৪]

সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

> "সঙ্গম সঙ্গিনী নীতাকে খুন করেছিল থার্ড গ্রেড অফিসার অনামা নায়ক। খুনও যেন সে নিজে করেনি, 'কনুইটা যত নষ্টের গোড়া'। যেন ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধও লুপ্ত। সমস্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে তার নৈরাশ্যময় আক্রোশ, তারই ফলে ঘটে গেছে নীতার নিস্কারণ হত্যা।"[১৫]

অর্থাৎ ওপরোক্ত আলোচনা ও সমালোচকের মন্তব্যের আলোকে বলা যায়, লেখক অসম্ভব নৈপুণ্যের সঙ্গে এ উপন্যাসে পরিস্ফুটিত করেন - কীভাবে অবদমিত পাশবিকতার গর্ভে ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণার অনুঘটনে, মুহূর্তের মধ্যে জন্ম নেয় অপরাধ। জন্ম হয় অপরাধীর।

এক পাশ্চাত্য সমালোচক অপরাধীর মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলেন –

> "In the life of criminal, there is no room for murphy. Although the criminal's anger may not be visible, it simmers within. Then ignites, when he encounters the slightest thing, that eludes his control. Like a cancer, the anger may be localized but,without warning can metastasize. So that anyone or anything in the path of criminal can become a target."[১৬]

তবুও Murphy law এর অবতারণা, নায়কের অন্তর্নিহিত অপরাধী সত্তার স্বরূপ টিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। কেননা Murphy law এর প্রাচীনতম তথা মূলানুগ বক্তব্যটি হল –

> " 'If there are two or more ways to do something and one of those results in a catastrophe, then someone will do that way' তথা 'anything that can go wrong will go wrong, and at the worst possible time'."[১৭]

অর্থাৎ এর প্রেক্ষিতে দেখলে, নায়ক কর্তৃক এই খুন যে তার অপরাধী সত্তাজাত - একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না কারন নীতাকে খুন করার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিজাত পরাধীনতার গ্লানি ও তার থেকে মুক্তির ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছিল নায়কের মনে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত –

> "নীতা যতদিন বেঁচেছিল, ততদিন চরিত্রটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল পরাধীনতার - নীতার যৌনতার কাছে সে বাঁধা। কিন্তু নীতার মৃত্যু এই পরাধীনতা থেকে তাকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে গেল - তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল স্বাধীনতা একদিক থেকে অতি কুৎসিত, যদিও নীতা মরার পর, সেই যে কী বলে একটা প্রশান্তি নাকি একটা অগাধ শান্তি বোধ করছি।"[১৮]

উপন্যাসেও বারবার ঘুরে ফিরে আসে এই পরাধীনতার প্রসঙ্গ। নায়ক তার সমাজ-সমকাল তথা সামাজিক অবক্ষয়ের স্বরূপটিকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন –

> "...আর কেউ সত্যি কথা বলি না, সত্যি আচরণ করি না, তাই প্রত্যেকেই একটি করে গর্ত বেছে নিয়েছি, আর পরাধীনতার সুখে বেশ আছি।"[১৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শুধু নীতা-ই নয়, নায়ক তার চাকরীটির সঙ্গেও একই রকম অধীনতামূলক মিত্রতার নীতিতে আবদ্ধ, শুধুমাত্র অভ্যেস আর প্রয়োজনের খাতিরে। নায়ক চাইলেও তার চাকরীটি ছেড়ে দিতে পারেন না। অথচ তার অফিসে অন্যান্য কলিগ ও তার বস মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে তার সম্পর্কটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর নয়।

ক্ষমতার শীর্ষাসনে বসে থাকা বা উচ্চতর পদমর্যাদা এবং ক্ষমতার অতি প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ - এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃতির নিয়মেই এক পরিপূরক সম্পর্ক, যার ব্যতিক্রম ঘটেনি নায়কের অফিসের বস মিস্টার চ্যাটার্জির ক্ষেত্রে। যেকারণে চ্যাটার্জি নায়কের ঊর্ধ্বতন হওয়ায় একই জিপে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে, নায়ককে অফিস যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে আগে গাড়িতে উঠতে হয় (অর্থাৎ চ্যাটার্জি যাতে বাড়িতে বেশি সময় থাকতে পারেন) এবং ফেরার সময় চ্যাটার্জিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর ফিরতে হয়। এর সঙ্গে উপরি পাওনা চ্যাটার্জির তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা। এসব মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলেই চ্যাটার্জির বাবুর অসমবয়সী দাম্পত্য, একাধিক বিবাহ, সপত্নীপুত্রের সঙ্গে বর্তমান স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে কটুক্তি করে - নায়ক তার প্রতি হিংসা পরায়ণ মনটিকে শান্ত রাখে। তবুও এই উপন্যাসে নায়ক ও ঔপন্যাসিক মিলেমিশে একাকার। তাই নায়কের কটূক্তির মধ্যেও স্রষ্টার সুপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে ধরা দেয় তথাকথিত ভদ্র, উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের আলো-আঁধারে সমাছন্ন ব্যক্তিগত জীবনের খন্ড চিত্র। আবার নায়কের নিজের জীবন-যাপনও সমাজের নিক্তিতে খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয় বলেই, সহকর্মীদের কাছ থেকে ঘন্টা কুমার প্রভৃতি যৌন গন্ধি খিস্তি উপহার পায় সে। এর পাশাপাশি ঘুষ, বেআইনি সেটেলমেন্ট - সবমিলিয়ে চাকরির জায়গাতেও তিক্ততা, অন্যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বসের মন যুগিয়ে চলা প্রভৃতির নিরিখে নায়কের অভিজ্ঞতা নেহাত সুখকর নয়। তৎসত্ত্বেও চাকরিটি তার খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, সামাজিক সম্মান প্রভৃতি সুনিশ্চিত করে বলেই, তা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয় নায়কের পক্ষে। এখানেও সেই নীতার মতই চাকরির প্রতিও তার প্রবল ঘৃণা, আসক্তি অনাসক্তির দ্বন্দ্ব অথচ নিরুপায় সমর্পণ।

> "...সত্যি বলতে কি চাকরিটা যেন অনেকটা ছেনালের মত, যে প্রথম দর্শনে খাঁটি প্রেমিকার মতো ডাক দিয়েছিল।"[২০]

অর্থাৎ পবিত্র দায়িত্ব পালন, দেশের মঙ্গল, সত্যরক্ষা প্রভৃতির আকর্ষণের আড়ালে ক্রমশ ঘুষের রাজনীতি সম্বলিত চাকরির স্বরূপটি প্রকাশ পায়।

> "...প্রথম ফাইলের খাতাটা খোলা মানেই তো প্রথম ঘোমটা খোলা ... মনে হয়েছিল যাঃ শালা রাজা হয়ে গেছি একেবারে... তারপর ওরে বাবা হাতি তলিয়ে যাবার গর্ত।"[২১]

ব্যবহৃত উপমাটি অশ্লীল হলেও নায়কের মোহভঙ্গের যন্ত্রণা বড়ো সত্যি। যে কারণে চাকরিটাকেও তার গলা টিপে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে।

নায়কের চাকরিজীবনে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয় রাজনৈতিক নেতা দেশপ্রেমিক হরলাল ভট্টাচার্যের ঘটনায়।ইনি কারখানা স্থাপনের অজুহাতে মোটা টাকার সরকারি অনুদান আদায় করে, তা নিতান্ত ব্যক্তিগত ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করেন। লেখক আসলে হরলাল এর প্রতীকতায় রাজনীতিজীবী সেই বিশেষশ্রেণীর কথা তুলে ধরেন, যারা সাধারন মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক - সমস্তক্ষেত্রে শোষণ করে। গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে। এই উপন্যাসে নায়কের তৈরি রিপোর্টে সেই বাস্তব ছবি প্রতিফলিত হলে, ওপর মহল থেকে নায়কের উপর চাপ আসে রিপোর্ট প্রত্যাহারের দাবিতে। ঠিক এই সময় নায়কের 'স্বাধীনতা' (যা আসলে তার অন্তর্নিহিত বিবেক) সক্রিয় হয়ে ওঠে, যে কারণে ঘুষ নেওয়া সহ নানান বেআইনি ব্যবসায় রীতিমতো পোড় খাওয়া নায়ক রিপোর্ট প্রত্যাহারের রাজি হয় না। প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। নায়কের কথায় –

> "সেই বীভৎস জানোয়ারটা, স্বাধীনতা যার নাম, সেই কুৎসিত নোংরাটা যেন কথা বলে উঠলো ... তবুও আমি যে আমার সুখের জীবিকাটিকে হত্যা করছি মানে খুন করছি, একথাটা আমার মনে হলো না... তবু একথা মানতেই হবে, আমি যাকে বলে একটি শান্তি-প্রশান্তি বোধ করছি।"[২২]

এরপর অনিবার্যভাবেই নায়কের চাকরি চলে যায়। অর্থাৎ নীতাকে খুন বা চাকরি খোওয়ানো উভয়ই এক প্রবল স্বাধীনতা স্পৃহারই ফলাফল। যে কারণে সমালোচকদের সমালোচনায় বারবার নীতার খুনকে দেখা হয় ব্যক্তিক পরাধীনতার শিকল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছিড়ে সামাজিক হয়ে ওঠার, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সূচনা হিসেবে। কিন্তু নীতার খুনের এই ঘটনাটি যতই রূপক বলে বিবেচিত হোক না কেন, এর পিছনে ক্রিয়াশীল নায়কের অপরাধপ্রবণ মনটি কোনোভাবেই উপেক্ষনীয় নয়।

কারণ প্রথমত Hall Jerome প্রদত্ত অপরাধের সংজ্ঞাটি যদি লক্ষ করি –

> "Legally forbidden and intensional action which has a heartful impact on social interests, which has a criminal intent and which has Legally prescribed punishment for it."[২৩]

অর্থাৎ মূল্যবোধের অবক্ষয়, রুচি - নৈতিকতার অবনমন, সময়ের প্রভাব প্রভৃতি কারণবশত এই খুন যতই অনিবার্য ও সঙ্গত হোক না কেন, সামাজিক স্বার্থের প্রেক্ষিতে কখনোই সমর্থনযোগ্য বা অনুসরণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত নায়কের কাজকর্ম, আচরণ এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে তার criminal mind কে চিহ্নিত করে দেয়। যেমন নীতার খুনের ঠিক পরেই মৃতদেহের স্থান পরিবর্তন করাতে গিয়ে, হঠাৎ যেন নায়ক একটি শব্দ শুনতে পান অথচ প্রকৃতপক্ষে শব্দের কোনো বিশ্বাসযোগ্য উৎস বা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মনে ধন্দের সৃষ্টি হয়।

> "... কোনো শব্দই নেই, তবে শব্দটা কি আমি শুনিনি... আমার একটু অস্বস্তি হতে লাগল, মানে বড় বড় কথা বলে তো লাভ নেই। প্রেতাত্মা ট্রেতাত্মার ব্যাপার ঠিক কি আমার জানা নেই... বইয়ে লেখা আর লোকে বলে বলেই কি এসব সত্যি আছে নাকি... শুনছি মৃতেরা অনেক সময় নড়েচড়ে ওঠে... তা হলেও একটা অস্বস্তি যখন হচ্ছেই ,কয়েকবার রাম রাম বললে কেমন হয়..."[২৪]

এই যে ভয় বা অস্বস্তি এবং ক্রমাগত যুক্তি দিয়ে তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা - এর থেকে একথা স্পষ্ট যে নায়কের মনের ভিতরে তার অজান্তেই অপরাধবোধ ক্রিয়াশীল। তার থেকেই এই ভয়ের জন্ম। যদিও এই অপরাধবোধের কোন প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ উপন্যাসের কোথাও দেখা যায়নি। তবুও একটা শূন্যতার বোধ, কোথাও যেন একটু মৃদু আফসোসের সুর ধ্বনিত হয় কথকের কণ্ঠে। তাকে চাপা হাহাকারও বলা যায় -

> "...মনে হল, নীতাকে আর কখনো পাওয়া যাবে না, ঘৃণা করে চুমোও খাওয়া হবে না... মাঝখান থেকে দেখ তো কি হয়ে গেল! যাচ্ছেতাই!"[২৫]

অপরাধবোধ বা guilt এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয় – 'a bothered conscience' or 'a feeling of culpability for offence."[২৬] অর্থাৎ বলা যেতে পারে কথকের মনে অপরাধমনস্কতা বা বিকৃতির সমান্তরালে এক দৃঢ়, অন্তর্নিহিত বিবেকের সহাবস্থান - যার তাড়নায় কথক বারবার নিজেকে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মানুষ, তাদের জীবনের নৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতাকে সমালোচনার মুখে দাঁড় করান। তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে বিদ্ধ করেন। কিন্তু এতে তার অপরাধ-প্রবণতা লঘু হয়ে যায় না। আবার তার এই বিবেকই অপরাধবোধের জন্মদাতা। এখন যে কোন অপরাধীর নিজস্ব ঔচিত্যবোধ তাকে অপরাধমূলক কাজকর্মের দিকে চালিত করে অর্থাৎ অপরাধী কখনোই অপরাধকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করতে পারে না। ফলত তার মনে অপরাধবোধ জন্ম নেওয়ার কথা নয়।

যদিও 'exploring guilt and shame among violent criminal'[২৭] নামের এক গবেষণাপত্রে রীতিমতো পরিসংখ্যান সহযোগে দেখানো হয়েছে, যে প্রত্যেক অপরাধী জীবনের কোনো না কোনো সময়ে নিজেদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয় বা তাদের অনুশোচনা হয়। 'বিবর' উপন্যাসে নায়কের চেতন-অবচেতন সত্তার মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করলে এর উত্তর মেলে। নায়ক তথা তার 'concious mind' যতই 'কনুইটা যত নষ্টের গোড়া' বলে খুনের দায় ঝেড়ে ফেলতে চান, কিন্তু তার অবচেতন সত্তা তাকে এত সহজে রেহাই দেয় না। ফলত নায়কের মনে হয় –

> "নীতা যখন মরেই গিয়েছে, এটাকে যখন খুন হিসেবেই দেখা হবে, তখন আমার নিশ্চয়ই উচিত এখান থেকে কেটে পড়া... কিন্তু বইয়েতে যেসব কথা লেখে, অপরাধীরা কোনো না কোনো চিহ্ন রেখে যায়, সেরম কিছু আবার পিছনে ফেলে যাব নাতো।"[২৮]

এরপর শ্রীঘর, হাতকড়া, সাজা প্রভৃতি ভেবে প্রমাণ লোপাটের জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন নায়ক। বোঝা যায় নায়কের চেতন সত্তা ও অবচেতন সত্তা পরস্পর বোঝাপড়া করে নিয়েছে। ফলত নায়ক নিজেকে খুনি হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে খুনের 'after sequence' থেকে বাঁচতে চাইছেন। 'spoilation inference' সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "A party's destruction of evidence is relevant, if the party's intent is to deprive it's opponent of access to the evidence in criminal parlance, it is evidence of consciousness of guilt, that is the premise of the law of spoilation and the reason adverse inference instructions are given."[২৯]

এখানেও নায়ক কথা নীতার খুনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে। প্রথমত নায়ক নিজেই উপন্যাসে সবিস্তারে বর্ণনা করেন - কীভাবে তিনি 'evidence on crime spot' গুলিকে নষ্ট করেছেন।

> "খাটের চাদরটা টেনে টেনে ঠিক করে ওরই ব্লাউজ-ব্রেসিয়ার ও সায়া দিয়ে ঝেড়ে দিলাম, ওর গোটা গা টাও মুছে দিলাম, কেন না, ওই যে সব কী বলে, ছাপ-টাপ থেকে যেতে পারে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাকে বলে। ...পায়ের ছাপ টা কি করব? ঝাঁট দেব ঘরটা?"[৩০]

এতেই শেষ নয়। বাড়িতে এসে দরজা বন্ধ করে, সকলের অলক্ষে নিজের টেরিলিনের শার্টটা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে- যার মধ্যে নীতার নেলপালিশের চিহ্ন ছিল।

দ্বিতীয়ত ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তার ক্ষেত্রে পরিমিত কথোপকথন, উদাসীনতার ভান - এই সমস্ত কিছুর দ্বারা নায়ক ঝানু অপরাধীর মতোই তদন্তের মুখ ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। নীতার বাড়িতে কাদের যাতায়াত ছিল - তদন্তকারীর এ প্রশ্নের উত্তরে নায়কের প্রতিক্রিয়া –

> "আমি যতগুলো নাম জানতাম, সবগুলোই বলে দিতাম। সবাই আগে জবাবদিহি করে মরুক তো। অনেকেই তো ওই ঘর ওই খাটে র‍্যাঁলা করে গিয়েছে, দেখা যাক না, তাদের মধ্যে কাউকে ফাঁসানো যায় কিনা?"[৩১]

এর মধ্যে অবশ্য নায়কের ঈর্ষার ঝাঁজ বেশ স্পষ্ট।

পুরো উপন্যাসটিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কথকের এই অপরাধী সত্তা আসলে তার সমকালীন জীবন ও সমাজের অবক্ষয়ের অনিবার্য অথচ সঙ্গত পরিণতি। এই অবক্ষয় বা পচনের চিহ্ন যেন জড়িয়ে আছে নায়কের চারপাশে, তার বেড়ে ওঠায়, তার সমগ্র সত্তায় - যা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। আপাত সৌজন্যের আড়ালে পারস্পরিক তিক্ততা, সম্পর্কের বিকৃত চেহারাটা লুকিয়ে স্বাভাবিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করলেও, নায়কের ক্ষুরধার বিশ্লেষণে তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নায়কের অপরাধমনস্কতার শিকড়টিও যেন সেখানেই গাঁথা। নায়কের কথায় –

> "আমাদের বাড়ির ছোট বাগানের বেড়ার ধার দিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে ঢুকতে হয় ... এত জঘন্য লাগে আমার ঠিক যেন মনে হয়, নরকের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি।"[৩২]

বাড়ির বহিরঙ্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্তব্যটি করা হলেও আসলে তা যেন নায়কের মর্মোৎসারিত উপলব্ধি। নায়কের আত্মকথনে উঠে আসে নিজের বোনের বহুগামিতার কথা এবং একইভাবে এসে পড়ে বোনের এই নৈতিক অধঃপতন প্রত্যক্ষ করেও, বোনের জীবনের 'নৈতিক পাহারাদার' তথা বাবা মায়ের উদাসীনতার ভান থুড়ি পরোক্ষ অনুমোদন। এর রহস্যটিও নায়ক নিজেই উন্মোচন করেন –

> "পিতা মাতার অনুমত্যানুসারে ... এত রাত্রি অবধি র‍্যাঁলা করার সুযোগ পেয়েছে, কারণ এটি নিশ্চয়ই সমাজের নাম করা, পিতৃদেবের বন্ধুস্থানীয়, এমন কোন ভদ্রলোকের ছেলে, চাকরিটিও মন্দ করে না, অতএব।"[৩৩]

অর্থাৎ কীভাবে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর কাছে নৈতিকতা, শিক্ষা, মূল্যবোধ, রুচি - এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে প্রধান হয়ে ওঠে মানুষের status বা আর্থসামাজিক পরিচয়।

তবু জীবনের এই পঙ্কিলতা কখনোই প্রকাশ্যে আসে না, বরং সবকিছু জেনে-বুঝে-রেখে-ঢেকে সামাজিক শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা হয়ে বসাই ভদ্রশ্রেণীর রেওয়াজ। নায়কের ভাষায় –

> "ভদ্রলোকদের কথা তো সব সময়ই... তেতো ক্যাপসুলের ওপর মিঠে কোটিং দেওয়ার মত..."[৩৪]

যে কারণে বাবা-মা-ভাই-বোন, সমস্ত সম্পর্ক, বিবাহ বন্ধন সমস্তটাই নায়কের কাছে মিথ্যে, শূণ্য, লেনদেনের ব্যাপার অথবা জৈবিক প্রবৃত্তির ফসল। ফলত বাবা-মার প্রতি যে শ্রদ্ধা, বা দায়িত্ব পালনের যে সামাজিক শিক্ষা সকলে আশৈশব পেয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসি, নায়ক তার থেকে শত হস্ত দূরে অবস্থান করেন। তার এই মূল্যবোধ বিবর্জিত জীবনদর্শনের পূর্বসূত্র লুকিয়ে আছে তার পিতা জগদীন্দ্রনাথের কাজকর্মে, জীবনযাত্রায়। ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব যাই-ই হোক না কেন, তার স্বাভাবিক ধর্মই হল - যা কিছু সর্বোৎকৃষ্ট তার উপর আধিপত্য কায়েম। নায়কের বাবা বা বস কারোর ক্ষেত্রেই এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না। তাই নায়কের বাবা বাড়ির কর্তা হিসেবে আলো-বাতাস ওয়ালা সর্বোৎকৃষ্ট ঘটি দখল করেন। এমনকি বাড়ির কর্তা হিসেবে তার উন্নাসিকতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটি হল - তিনি টয়লেটে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সারার পর জল দেবার প্রয়োজন মনে করেন না। এ ক্ষেত্রে যুক্তিটি হল –

> "পারলে তিনি দেবেন না, তিনি কর্তা, কেন তোমরা ঢেলে দিতে পারো না! যেন এমনি একটা ভাব..."[৩৫]

এ কেন মানসিকতার অধিকারী, জগদীন্দ্রবাবু যোগ্যতমের উদবর্তন তত্ত্বকে শিরোধার্য করায়, নিজেও ভাইদের সম্পত্তির অধিকার বা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে কুণ্ঠিত হন না।

নায়কের মা আদর্শ ভারতীয় সহধর্মিণী, তাই 'পতি-পরমেশ্বর'। এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রেখে স্বামীর ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বিবেচনার মধ্যে না এনে স্বামীর সেবা করেন। সংসার ধর্ম পালন করেন এক মনে। এমনকি স্বামীর ওষুধ কেনার জন্য বড় ছেলে তথা নায়ককে তাগাদা দেন। মায়ের প্রসঙ্গে নায়কের বক্তব্য –

> "শ্রীমতি অনসুয়া দেবী ... যাঁর একমাত্র দাবী তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন।"[৩৫]

বলা বাহুল্য তাদের এই পিতৃত্ব -মাতৃত্বের পিছনে দায়িত্ববোধের তুলনায় জৈবিক তাড়না-ই বেশি বলে নায়কের অভিমত।

এখন নায়কের যে মানসিক সংকট এই উপন্যাসের উৎসভূমি অর্থাৎ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিসরে প্রতিটি মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত মনোভাব, প্রকৃত স্বরূপটিকে আড়াল করে এডজাস্টমেন্ট এর পথে চলেছে। অথচ এই এডজাস্টমেন্ট কিন্তু প্রবৃত্তিগত বিকৃতিকে দমন করে সার্বিক উত্তরণের পথে এগোনোর নয়, বরং তা বাহ্যিকভাবে সামাজিক নীতি-নৈতিকতা, সততা, মূল্যবোধ প্রভৃতির খোলসটুকু বজায় রেখে মানুষেরপ্রবৃত্তির ইন্ধনজাত নানান ইচ্ছে পূরণের গল্প হয়ে ওঠে।

নায়কের মন এই দ্বিচারিতা লক্ষ করে ক্ষোভ উগরে দেয়। তিনি বলেন –

> "আমার ইচ্ছে এগুলো আমার ইচ্ছেয় পূর্ণ হবার নয়, কতগুলো নিয়ম-কানুন মারফত আমাকে চলতে হয়, যে নিয়মকানুন গুলোর সঙ্গে আমার ইচ্ছার কোন মিলই নেই অথচ যেহেতু আমার ইচ্ছাগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে চলা একেবারেই সম্ভব নয়, সেই হেতু আমি একটি মিথ্যেবাদী হয়ে উঠেছি এবং নিয়মকানুন গুলোকে কাঁচকলা দেখাচ্ছি, যেমন সবাই দেখাচ্ছে। আর ইচ্ছেগুলো ভীরু কুকুরের বাচ্চার মতই ভিতরে ঘেঁউ ঘেঁউ করে মরছে, কারণ ইচ্ছে মানেই তো সে স্বাধীন, অথচ সেই স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে আচরণ করব সে সাহস নেই, স্বাধীনতাকে সকলের মত আমিও বেজায় ভয় পাই। আমি আমার গর্তের মধ্যে বেশ রসেবসেই আছি।"[৩৭]

নায়কের অপরাধী সত্তার সাপেক্ষে বারবার উপন্যাসে ঘুরে ফিরে আসা গর্তের প্রসঙ্গ, বা উপন্যাসের বিবর নামটিও বেশ অর্থবহ। কারণ বিবরের আক্ষরিক অর্থ বা নায়কের অন্তর সত্তা (inner self) - দুইয়ের সাথে জড়িয়ে থাকে চাপা বিষ বা বিকৃতি এমনকি যৌনতার অনুষঙ্গ। কেননা 'কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প' গ্রন্থে সমালোচক রবিন পাল সাপের চিত্রকল্পের সঙ্গে যৌনতার একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে নায়কের প্রসঙ্গে শুধু নয়, নায়কের বাবার ক্ষেত্রেও এই বিশ্লেষণ সমানভাবে প্রযোজ্য।

অপরাধ বিজ্ঞানের আলোচনায় অপরাধের উৎস খুঁজতে গিয়ে বারবার 'genetic traits' এর উপর জোর দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের নায়কের বাবার চরিত্রটি বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

> "আমার বাবাও তার নিজের গর্তের মধ্যে বেশ ভালই আছেন, মরবার ভয় নিয়ে, আত্মসুখের জন্য চিরজীবন 'সংগ্রাম' করে, যেখানে পাপ পুণ্যের কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না, অর্থাৎ সেই চলতি নিয়মকানুন বা নিয়ন্ত্রণই বলা যায় - সবগুলোকে কাঁচকলা দেখিয়ে, অথচ গায়ে আঁচড়টি লাগেনি ... আমাকে শুধু চাকরির অন্ধিসন্ধি অলিগলি নিজে দেখিয়ে দেননি, চলাফেরাটাও একটু চোখ কান মেলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> যাতে হয় চুপি চুপি গলায় সেটা সাবধান করতেও ভোলেননি। অর্থাৎ চাকরির মধ্যে ঘুষ, বদমাইশি, ফেরেববাজির নানান রাস্তায় আমি যেন একটা পাকা ধূর্ত শেয়ালের মতো চলতে পারি, গোঁফের ডগায়ও যেন একটু রক্ত লেগে না থাকে।”[৩৮]

অর্থাৎ নায়কের বাবা-ই যে নায়কের অপরাধ জীবনের পথপ্রদর্শক- এ কথা অযৌক্তিক নয়।

উপন্যাসটির মধ্যে নায়কের অপরাধ-সত্তার অঙ্কুরোদগমের অন্যান্য বাহ্যিক উদ্দীপক গুলিকেও চিহ্নিত করা হয় সুনিপুণভাবে। যেমন - William carey একজন মনোবিদ যার বক্তব্য –

> “parents cannot change their (Children) basic temperament ,but they can control the way, they respond to it.”[৩৯]

অর্থাৎ পরিবারের যে মমতাময় সাহচর্য, ভালোবাসার আবেষ্টনী শিশু বা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত পাশবিকতা তথা অপরাধ-সত্তা দমন করতে পারে, তার স্বাদ উপন্যাসের নায়ক কোনদিনই পাননি। বরং পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক – ‘ফ্যালো কড়ি মাখো তেল’। যেকারণে নায়ক যখন চাকরিক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরোধিতা করেন, পরিবার তার পাশে থাকে না।

এছাড়া তার বাবা-মার মধ্যে একটা বাধ্যতামূলক এডজাস্টমেন্ট ছাড়া সুস্থ দাম্পত্যের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না, যা নায়ক কে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। যে কারণে তার মনে হয় –

> “...সকলের মত একটি বিয়ে করে, (যেটাকে বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও খারাপ মনে হয় আমার কাছে, কারণ বেশ্যাবৃত্তির সময় ব্যাপারটাই খুব পরিষ্কার, সোজাসুজি কড়ি আর তেল মাখাতেই যার শেষ, আর বিয়ে মানেই আজীবন কড়ি ফেলা তো আছেই, তেল মাখাও বটে, তার সঙ্গে যতদিন বাঁচতে হবে, ততদিনই প্রতি পদে পদে ছলনা, মিথ্যে কথা, তুমি সৎ না আমি সৎ, যদিও দুজনেই জানে তারা একটা বাধ্য-বাধকতার মধ্যে পড়ে গিয়েছে, মনের কথা খুলে বলা আর কোনদিনই যাবে না...) চোর দায়ে ধরা পড়বো ... বিয়ে কেন করে লোকে... ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’... (হ্যাঁ উৎপাদনের যন্ত্র) ... এখনকার শ্লোক জন্মনিয়ন্ত্রণ যার অর্থ সবই চলবে, সবই হবে, কিন্তু উৎপাদন টি হবে না।”[৪০]

একারণে নায়কের জীবনেও সেই অর্থে কাম গন্ধহীন প্রেমের দেখা মেলেনি।

এছাড়া নায়ক তার আত্মকথনে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষার স্বরূপটিকে পরিস্ফুটিত করেন, যেখানে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষী তথা মূল্যবোধ-রুচি-নৈতিকতার মেলবন্ধনে আদর্শ মানুষ তৈরি। কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শিক্ষা কেবলই জীবিকা অর্জনের পাথেয় মাত্র। এহেন শিক্ষা মানুষ তৈরি তো দূরে থাক বরং মনুষ্যত্বহীন (নায়ককে আপাতভাবে তাই মনে হয়) অপরাধীতে পরিণত করে। তার প্রমাণ নায়ক নিজে। ফলত ভাইবোনদের লেখাপড়ার প্রসঙ্গে নায়ক বলেন –

> “সবাই ভবিষ্যতের আমি আর বিদিশা, যদিও ছেলেবেলায় অনেক কিছু মনে হয়। যেমন গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ, সবাই ওরকম কিছু একটা হয়ে উঠবে কারন আমাদের সবাইকে ছেলেবেলায় ওইরকম একটা কিছু হয়ে ওঠার জন্যই তালিম দেওয়া হত।”[৪১]

এসবের পরও নায়কের মধ্যে সুপ্ত নীড়বিলাসী মানবসত্তা (যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নায়কের মনুষ্যত্ব) নীতার সঙ্গ খোঁজে, তার সাহচর্য পেতে চায়। কারন নায়ক তার অবচেতনে নীতাকে প্রচন্ড ভালোবাসেন। তাই নায়ক বিয়েতে বিশ্বাস করেন না তবে বিয়ের কথা উঠলে তার মনে পড়ে নীতার কথা। তার মনে হয় ‘নীতা যদি না মরত’।

আসলে এই উপন্যাসের নায়ক বা যেকোনো মানুষ - কেউই তো অপরাধী হয়ে জন্মায়না। যে কারণে এই উপন্যাসে নায়কের অপরাধ -সত্তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন চিরন্তন মানবাত্মার আর্তনাদ, বিবেক দংশনের যন্ত্রনা। আসলে নায়ক তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে শঠতা, বঞ্চনা বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে থাকেন। কিন্তু জীবন ও সম্পর্কের এই পঙ্কিলতা, শিষ্টতা - সৌজন্যের প্রলেপে ঢেকে যেভাবে অধিকাংশ মানুষ ‘হৃদে বিষ মুখে মধু’ নীতিতে জীবদ্দশা উদযাপন করে, নায়ক তা মানতে পারেন না। অথচ এই নীতির উর্ধে গিয়ে বাঁচার ক্ষমতা তার নেই। ফলত অদ্ভুত এক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হন, যার প্রথম প্রকাশ নীতার খুনের ঘটনা। নীতা স্বৈরিণী, নায়কের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন - এ কথা তারা দুজনেই জানা সত্ত্বেও একনিষ্ঠ প্রেমের যে ভান, তা ক্ষুব্ধ করে নায়ককে। নীতার প্রতি প্রবল ঘৃণা কিন্তু নীতার সঙ্গে তার প্রবৃত্তিজাত পরাধীনতার বন্ধন - যা ছিঁড়ে ফেলতে অপারগ তিনি। নিজের এই অপারগতা ও নীতার অদৃশ্য কর্তৃত্ব তার মধ্যে ক্রোধের জন্ম দেয়, যা নিয়ন্ত্রণ করবার মতো মানসিক দৃঢ়তা নায়কের ছিল না বলেই তার ক্রোধ বিস্ফোরিত হয়। নায়ক প্রতিহিংসা বশে খুন করেন নীতাকে। নীতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার বিবেকও অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে, কোনোরূপ রাখ-ঢাক ছাড়াই তা নিয়ন্ত্রণ করে নায়কের কাজকর্ম। তাই নায়ক কর্মক্ষেত্রে নিজের 'professional ethics' সঙ্গে কোন রকম সমঝোতা না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

নায়কের প্রতীকতায় এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বজর্জর মানসের, এমন এক বিকৃত স্ফূরণ উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় - যাকে অপরাধের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত না করে উপায় নেই। তবুও এই বিকৃতি এক বিশেষ সময়ের, বিশেষ সমাজের সমষ্টিগত পচনের ফসল, ব্যক্তি মানুষ যার নিয়ন্ত্রণে অপারগ।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই, প্রাক বিবর পর্বে সমরেশ বসু, কলকাতা সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৪৬
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃ. ৬৭
৩. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৭
৪. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৭-৮
৫. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১০
৬. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১২
৭. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১৪
৮. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ২০
৯. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৭
১০. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১৫
১১. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩২
১২. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫০-৫১
১৩. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৬৭
১৪. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫৭
১৫. শিকদার, অশ্রুকুমার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৩০৫
১৬. Samenow, Stanton, Inside the Criminal Mind. Broadway Books, New York, 2014, chapter 8, p. 146
১৭. Murphy's Law, Wikipedia, https://share.google/XWwmbg8Ddz5fBXew. Accessed 31 Mar. 2026.
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃ. ৬৯
১৯. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৮০
২০. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১০১
২১. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১০২
২২. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১৩৭
২৩. NPTEL, 'Module 5, Lecture 28.' nptel.ac.in, https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/109103022/module5/lec28/1.html#:~:text=According. Accessed 31 Mar. 2026
২৪. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩০
২৫. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 398 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৬. Riaz, Mehvish, Exploring Guilt and Shame among Violent Criminals, Sociology and Criminology Open Access, Institute of Applied Psychology, University of Punjab, Lahore, Pakistan, 2022
২৭. Riaz, Mehvish, Exploring Guilt and Shame among Violent Criminals, Sociology and Criminology Open Access, Institute of Applied Psychology, University of Punjab, Lahore, Pakistan, 2022
২৮. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫৬
২৯. Spoliation of Evidence, https://share.google/zfK06IIrwSE71ck6D. Accessed 31 Mar. 2026
৩০. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫৭
৩১. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১২৩
৩২. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৬৬
৩৩. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৬৯-৭০
৩৪. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৭১
৩৫. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৮২
৩৬. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৭৬
৩৭. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৭৮-৭৯
৩৮. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৭৯
৩৯. Carey, William. Understanding Your Child's Temperament. The Children's Hospital of Philadelphia, 1978, p. 49
৪০. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৯০-৯১
৪১. বসু, সমরেশ, বিবর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৭২